আমাদের বিরল দিন: ফুটবল লিগে এক নতুন স্বপ্নের জন্ম, ক্রিকেট লিগে বেঁচে থাকল স্বপ্ন

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আতলেতিকো দে মাদ্রিদের জার্সি উপহার দিলেন ক্লাবের সিইও মিগুয়েল। বাঁ পাশে লা লিগার বল হাতে সঞ্জীব গোয়েন্‌কা। রয়েছেন অন্য দুই মালিক হর্ষ নেওটিয়া, উৎসব পারেখও।—নিজস্ব চিত্র

দাভিদ ভিয়াদের প্রীতি ম্যাচে আমন্ত্রণ জানালেন সৌরভ

শুভজিৎ মজুমদার

লিওনেল মেসিরা তিন বছর আগে যুবভারতীতে ম্যাচ খেলে গিয়েছিলেন। এবার আসতে পারেন দাভিদ ভিয়ারা! বুধবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম সরকারি ভাবে ঘোষণার পরেই আতলেতিকো দে মাদ্রিদের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল জিল মারিনকে 'আতলেতিকো দে কলকাতা'র পক্ষ থেকে ম্যাচ খেলতে আসার আমন্ত্রণ জানান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অগস্ট মাসে আতলেতিকো প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসতে পারে। ঘোষণা করা হল, টুর্নামেন্টের আগে মাদ্রিদে প্রস্তুতি শিবির হবে আতলেতিকো দে কলকাতার।

আইএসএল নিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করেন আতলেতিকোর কর্তারা। এই বৈঠককে ইতিবাচক বলা হলেও জানা গিয়েছে, ধোঁয়াশার মধ্যেই থেকে গিয়েছেন মিগুয়েলরা। কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরমহলের খবর, শহরে পা রাখার পর থেকেই আতলেতিকোর (সিইও) খোঁজ নিচ্ছিলেন, টুর্নামেন্টের নিয়ম-কানুনের। বৈঠকে যে প্রশ্নগুলো তাঁরা তুলেছেন, তা হল: এক) কোন স্তরের ফুটবলাররা খেলতে পারবেন? দুই) বিদেশি ফুটবলারদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম থাকছে? তিন) দলের জার্সিতে ক'টা স্পনসরের লোগো ব্যবহার করা যাবে? এই মুহূর্তে আতলেতিকোর মোট ১৩টা স্পনসর আছে। এই কারণেই এদিন আতলেতিকো দে কলকাতার জার্সি উদ্বোধন করা হয়নি। হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েনকা, সৌরভদের উপহার দেওয়া হল দিয়েগো কোস্তার ১৯ নম্বর জার্সি। চার) স্মারক বিক্রির জন্য স্যুভেনিয়র শপ করা যাবে কি না? মিগুয়েল বললেন, ''আইএসএল নিয়ে আগ্রহের প্রধান কারণ ভারত এবং চিনের বিশাল বাজারকে ধরা।'' পাঁচ) আইএমজিআর-এর চুক্তিবদ্ধ কোচদের নেওয়া বাধ্যতামূলক কি না? ছয়) অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে কী নিয়ম রয়েছে? যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম ঘোষণার পরেও প্রশ্নের উত্তর পেলেন না আতলেতিকোর কর্তারা। এমনকী, সৌরভও অন্ধকারে! বললেন, ''কী কী নিয়ম তৈরি করা হচ্ছে সেটা আইএমজিআর'কে দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে।'' তবে আইএসএল নিয়ে উচ্ছ্বসিত কিংবদন্তি প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ''ভারতীয় ফুটবলে স্মরণীয় মুহূর্ত। আতলেতিকো দে মাদ্রিদের উন্নত পরিকাঠামো আমাদের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।''

ভারতীয় ফুটবলে স্মরণীয় মুহূর্ত। আতলেতিকো দে মাদ্রিদের উন্নত পরিকাঠামো আমাদের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।— প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাকাডেমি বা প্র্যাক্টিসের মাঠের ক্ষেত্রে আইএসএলের নিয়ম নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও আতলেতিকোর কর্তারা বুধবার সকালেও বেরিয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন মাঠ পরিদর্শনে। বারাসত স্টেডিয়ামের মাঠ তাঁদের পছন্দ হয়নি। বরং যুবভারতীর পাশে সাই-এর মাঠকে তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। আতলেতিকো অ্যাকাডেমির প্রধান খুয়ান কার্লোস এবং আলবার্তো দিয়াজ এদিন সকাল আটটা নাগাদ যখন ইস্টবেঙ্গল মাঠে পৌঁছলেন, তখন লাল-হলুদ অ্যাকাডেমির খুদে ফুটবলারদের প্র্যাক্টিস চলছে। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে প্র্যাক্টিস দেখলেন কার্লোসরা। ছবি তুললেন জাকুজি, ড্রেসিংরুম, জিমন্যাসিয়ামের। এর পরে মোহনবাগান মাঠে গেলেন কার্লোস এবং আলবার্তো। যদিও সেখানে বাগানের কোনও কর্তা ছিলেন না। ফাঁকা মাঠ দেখে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, ''অনুশীলন বন্ধ কেন!?'' মোহনবাগানে জিম নেই। তবে ড্রেসিংরুম থাকলেও সেখানে ঢোকেননি আতলেতিকোর কর্তারা। ১৯৯৮ বিশ্বকাপে খেলা কার্লোস বিস্মিত হয়ে গেলেন মহমেডান মাঠ দেখে। এর আগে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান মাঠের অসংখ্য ছবি তুলেছেন তাঁরা। কিন্তু এবার আর ক্যামেরাই বার করলেন না! প্রশ্ন করলেন, ''এই মরসুমে মহমেডানের পারফরম্যান্স কেমন ছিল?'' আতলেতিকোর কর্তাদের জানানো হল, মহমেডানের অবনমনের খবর। প্র্যাক্টিসের জন্য মহমেডান মাঠ যে আতলেতিকোর কর্তাদের তালিকায় থাকছে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁদের অভিব্যক্তি থেকেই। মাঠ নিয়ে প্রশ্ন করতেই আলবার্তো বলে গেলেন, ''কলকাতা আমাদের খুব ভাল লেগেছে!''

ফের জার্সি বদল করে অবশেষে গম্ভীর মুখে হাসি ফিরল

সুকর্ণ সেন

নয়াদিল্লি, ৭ মে: অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের হাত ধরে বেঁচে থাকল কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোয়ালিফায়ারে যাওয়ার স্বপ্ন।

একবার জার্সির নম্বর বদল করেছিলেন। ব্যাটে রান ফিরেছে। বুধবার আরও একবার জার্সির নম্বর বদল করে ফেললেন গম্ভীর। জয়েও ফিরল নাইটরা। যদিও ম্যাচের শুরুতে নাইটদের নেতা বললেন, ''এইসব নম্বর, ভাগ্যে বিশ্বাস করি না। ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের অনুরোধে নম্বর পাল্টালাম। দেখা যাক কী হয়।'' গম্ভীর ভাগ্যে বিশ্বাস করেন না। তা সত্ত্বেও দিল্লি ডেয়ারডেভিল্‌সকে ৮ উইকেটে হারিয়ে লাইফ লাইন পেয়ে গেলেন তিনি। টসে জিতে সবুজ উইকেটে দিল্লির অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেবেন, গম্ভীর বা নাইট শিবিরের কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন? ফিরোজ শাহ কোটলার ছোট মাঠে ১৬০ রান তুলে ম্যাচ জেতা খুবই কঠিন বলে মেনে নিচ্ছেন দিল্লির বাঁহাতি পেসার ওয়েন পার্নেলও। টানা তিনটে ম্যাচ হেরে সপ্তম আইপিএলে ডেয়ারডেভিলসের অভিযান কার্যত শেষ হয়ে গেল। নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় নাইটরা ফের চার নম্বরে উঠে এল। পাঁচ নম্বরে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অবশ্য একটা ম্যাচ কম খেলেছে।

বুধবার কেকেআর-এর জয়ের প্রধান কাণ্ডারী অধিনায়ক গম্ভীর। টুর্নামেন্টের প্রথম দিকে রান পাচ্ছিলেন না। এদিন ৫৫ বলে ৬৯ রান করে গেলেন। রবিন উথাপ্পাও যোগ্য সঙ্গত করায় ১২ ওভারে ওপেনিং জুটিতেই ১০৬ রান তুলে ফেলে নাইটরা। তবে আগের ম্যাচের ব্যাটিং বিপর্যয় বোধহয় গম্ভীরের মাথায় ছিল। তাই উথাপ্পা আউট হয়ে গেলেও একদিক ধরে রেখে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেন তিনি। ম্যাচ শেষেও সেই কথাই উঠে এল নাইট অধিনায়কের মুখে। গম্ভীর বললেন, ''আমরা ঠিক করেছিলাম, কাউকে শেষ পর্যন্ত উইকেটে থাকতে হবে। আজ কাজটা আমি করেছি। কিন্তু স্নায়ুর চাপ সামলে ব্যাটসম্যানদের নিয়মিত ম্যাচ শেষ করে আসতে হবে।'' গম্ভীর স্বীকার করে নিয়েছেন, নিজের ফর্ম নিয়েও উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। ''আমার শুরুটা ভাল হয়নি। তাই বাইরে হাসিখুশি থাকলেও ভেতরে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন ছিলাম,'' বললেন গম্ভীর।

নাইট অধিনায়ক যখন দলকে জেতানোর দায়িত্ব নিলেন, ফের ব্যর্থতার শিকার দিল্লির অধিনায়ক। তাঁর আউট হওয়ার ধরন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফিল্ডারের হাতে বল। নন-স্ট্রাইকার মুরলী বিজয় ক্রিজ ছেড়ে বার হননি। তা সত্ত্বেও রান নিতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে গেলেন পিটারসেন। তারপর থেকেই দিল্লির ছন্দটা যেন কেটে গেল। লক্ষ্মীরতন শুক্ল শুরুটা খারাপ করেননি। কিন্তু নারাইনের বল বুঝতে না পেরে আউট হয়ে যান। শাকিব-আল-হাসান বাদে ছাপ ফেলতে ব্যর্থ নাইটদের বোলিং। তা সত্ত্বেও ১৬০ রানের বেশি তুলতে পারল না ডেয়ারডেভিল্‌স।

ঘাসে ভরা দিল্লির পিচে মর্কেলকে কেন খেলানো হল না তার জবাব একমাত্র কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টই দিতে পারবে। বাবার মৃত্যুর জন্য করাচি ফিরে গিয়েছিলেন মেন্টর ওয়াসিম আক্রম। তিনি এদিন দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। নাইট শিবির থেকে জানা গেল, তাঁর ভিসা নিয়ে সমস্যা ছিল। তবে বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি মেলায় বাকি ম্যাচে ভারতে থাকতে আক্রমের অসুবিধা হবে না।

টানা চার ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফের জয়ের রাস্তায় নাইটরা। কোয়ালিফায়ারের স্বপ্নও নতুন করে দেখা শুরু করে দিয়েছেন অনেকে। তবুও সাবধানী নাইটদের সেরা বোলার শাকিব। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের বলে দিলেন, ''কাজটা মোটেও সহজ নয়। যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। তবে আমরা এখান থেকেই শুরু করতে চাই। প্লে-অফে খেলার জন্য শেষ ম্যাচ পর্যন্ত চেষ্টা চালাব। সেই কাঠিন্য আমাদের আছে।'' শাকিব আরও জানিয়েছেন, ফর্মে ফিরতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন গম্ভীর। অধিনায়কের রানে ফেরাটাই নাইট শিবিরের পক্ষে সবচেয়ে ভাল খবর।

ঘরের মাঠ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল সবুজ ঘাসের উইকেট দিয়ে। জিতে পাল্টা জবাব দিলেন গম্ভীর।—দেবজ্যোতি সরকার

স্কোরবোর্ড

দিল্লি ডেয়ারডেভিলস

কুইন্টন ক গম্ভীর বো উমেশ	১০
বিজয় ক নারাইন বো কালিস	২৪
পিটারসেন রান আউট	৬
কার্তিক ক কালিস বো শাকিব	৩৬
ডুমিনি নঃ আঃ	৪০
লক্ষ্মীরতন বো নারাইন	১০
কেদার নঃ আঃ	২৬
অতিরিক্ত	৮
মোট: (২০ ওভারে ৫ উইকেটে)	১৬০

উইকেট পতন: ১/১৪, ২/২৬, ৩/৬১, ৪/৮৫, ৫/১০৫।

বোলিং: সূর্যকুমার ১-০-৮-০, কালিস ৪-০-৩৮-১, উমেশ ৪-০-২৬-১, শাকিব ৪-০-১৩-১, নারাইন ৪-০-৩৮-১, বিনয় ৩-০-৩১-০।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

উথাপ্পা এলবিডব্লিউ বো পার্নেল	৪৭
গম্ভীর ক কার্তিক বো পার্নেল	৬৯
মনীশ নঃ আঃ	২৩
কালিস নঃ আঃ	১০
অতিরিক্ত	১২
মোট: (২ উইকেটে ১৮.২ ওভারে)	১৬১

উইকেট পতন: ১/১০৬, ২/১৫১।

বোলিং: শামি ৪-০-২৩-০, পার্নেল ৪-০-২১-২, লক্ষ্মীরতন ২-০-১৯-০, সিদ্ধার্থ ৩-০-২৯-০, ডুমিনি ২-০-২৪-০, নাদিম ৩.২-০-৩৪-০।

* কলকাতা নাইট রাইডার্স ৮ উইকেটে জয়ী।